রক্তে রাঙ্গা
বাংলাদেশ

রক্তে রাঙা বাংলাদেশ

বাংলাদেশ! এই নাম নাম শুনলেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে অসংখ্য মৃত্যু, রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া একটি দেশ! বহু বছরের শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করে বাংলাদেশের মানুষ ছিনিয়ে এনেছে একটি পতাকা, যার রং সবুজের মাঝখানে লাল। যে লাল রক্তের সাথে মিশে আছে অগণিত মানুষের রক্ত। মানুষ ভেঙ্গেছে শৃঙ্খল, ভেঙ্গেছে সমস্ত পরাধীনতার গ্লানি। পেয়েছে মানুষ মুক্তির আস্বাদ। আর জাতি পেয়েছে মহান স্বাধীনতা।

শুধু জাতি নয় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও দরকার স্বাধীনতা। অভাব, দারিদ্রতা, খারাপী, কুসংস্কার, ইত্যাদি অনেক রকম বন্ধনের বেড়াজালে মানুষ বন্দী। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে না পেরে মানুষ আজ দিশেহারা। সামান্য শান্তির আশায় তারা বেছে নিচ্ছে নেশা, সমাজে আসছে অবক্ষয়। এই শৃঙ্খল ছিন্ন করতে পারলেই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আসবে স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা লাভের জন্যই মানুষকে হযরত ঈসা আহ্বান জানাচ্ছেন:

"তোমরা যারা ক্লান্ত ও বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছ, তোমরা সবাই আমার কাছে এস; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব" (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১১:২৮ আয়াত)।

হযরত ঈসা আজও আপনাকে ডাকছেন, তাঁর কাছে আছে সমস্ত সমস্যার সমাধান। আপনার ও আমার মত দরিদ্র, সমস্যাগস্ত মানুষের জন্য তিনি এসেছেন। আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা বলেছেন:

"আল্লাহ্ মালিকের রূহ্ আমার উপরে আছেন, কারণ তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন যেন আমি গরীবদের কাছে সুসংবাদ তবলিগ করি। তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার কথা, অন্ধদের কাছে দেখতে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন। যাদের উপর জুলুম হচ্ছে, তিনি আমাকে তাদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছেন" (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ৪:১৮ আয়াত)।

মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির রহমত হযরত ঈসাই কেবল দিতে পারেন। তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। হতে পারে আপনি সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ। কিন্তু হযরত ঈসা আপনার মত অবহেলিত মানুষদের জন্য কি করেছিলেন, তা পড়ুন:

"ঈসা জেরিকো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সক্কেয় নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধান খাজনা-আদায়কারী এবং একজন ধনী লোক। ঈসা কে তা তিনি দেখতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বেঁটে ছিলেন বলে ভিড়ের জন্য তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি ঈসাকে দেখবার জন্য জন্য সামনে দৌড়ে গিয়ে একটা ডুমুর গাছে উঠলেন,

কারণ ঈসা সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। ঈসা সেই ডুমুর গাছের কাছে এসে উপরের দিকে তাকালেন এবং সক্কেয়কে বললেন, 'সক্কেয়, তাড়াতাড়ি নেমে এস, কারণ আজ তোমার বাড়ীতে আমাকে থাকতে হবে।' সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে আসলেন এবং আনন্দের সংগে ঈসাকে গ্রহণ করলেন। এ দেখে সবাই বক্‌বক করে বলল, 'উনি একজন গুনাহ্‌গার লোকের মেহমান হতে গেলেন।' সক্কেয় সেখানে দাঁড়িয়ে ঈসাকে বললেন, 'হুজুর, আমি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গরীবদের দিয়ে দিচ্ছি এবং যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চারগুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।' তখন ঈসা বললেন, 'এই বাড়ীতে আজ নাজাত আসল, কারণ এও তো ইব্রাহিমের বংশের একজন। যারা হারিয়ে গেছে তাদের তালাশ করতে ও নাজাত করতেই ইব্‌নে-আদম [ঈসা] এসেছেন" (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৯:১-১০ আয়াত)।

সক্কেয়ের টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ সব কিছুই ছিল, কিন্তু তার জীবনে শান্তি ছিল না। কারণ অর্থের প্রতি তার লোভ, দুনিয়ার প্রতি আসক্তিই ছিল তার মনের সমস্ত অশান্তির কারণ। তাই যখনই সে তার স্বার্থকে ত্যাগ করতে রাজী হল, তখনই হযরত ঈসা বললেন এই ঘরে নাজাত বা মুক্তি এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যখন হযরত ঈসার কাছে আসি তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে আসি না। অনেক কিছু আমরা

নিজেদের মধ্যে গোপন করে রাখি, আর সেজন্য আমাদের জীবনে নেমে আসে সমস্যা। আরেকটি গল্প পড়ুন:

"অননিয় নামে একজন লোক ও তার স্ত্রী সাফীরা একটা সম্পত্তি বিক্রি করল। তার স্ত্রীর জানামতেই বিক্রির টাকার কিছু অংশ সে নিজের জন্য রেখে বাকী টাকা সাহাবীদের দিল। তখন [সাহাবী] পিতর বললেন, 'অননিয়, কি করে শয়তান তোমার মন এমনভাবে অধিকার করল যে, তুমি পাক-রূহের কাছে মিথ্যা কথা বললে এবং জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে দিলে? বিক্রির আগে জমিটা কি তোমারই ছিল না? আর বিক্রির পরেও কি টাকাগুলো তোমার হাতেই ছিল না? তবে তুমি কেন এমন কাজ করবে বলে ঠিক করলে? তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বল নি, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যা কথা বলেছ।' এই কথা শোনামাত্র অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল। এই ঘটনার কথা যারা শুনল তারা সবাই ভীষণ ভয় পেল। পরে যুবকেরা উঠে তার গায়ে কাফন দিয়ে জড়াল এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে দাফন করল। এর প্রায় তিন ঘন্টা পরে অননিয়ের স্ত্রী সেখানে আসল, কিন্তু কি ঘটেছে তা সে জানত না। তখন পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল দেখি, তুমি আর অননিয় সেই জমিটা কি এত টাকাতে বিক্রি করেছিলে?' সে বলল, 'জ্বী, এত টাকাতেই।' তখন পিতর তাকে বললেন, 'মাবুদের রূহ্‌কে পরীক্ষা করবার জন্য কেন তোমরা একমত হলে? দেখ, যে লোকেরা তোমার স্বামীকে

দাফন করেছে তারা দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে, আর তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।' সাফীরা তখনই পিতরের পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। আর ঐ যুবকেরা ভিতরে এসে তাকে মৃত অবস্থায় দেখল এবং তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাফন করল" (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত্ ৫:১-১০ আয়াত)।

আমরা দেখলাম যদি আমরা আমাদের জীবনের অনেক কিছু গোপন করে যাই, সমস্ত অন্তর দিয়ে হযরত ঈসার কাছে সমর্পিত না হই, তাহলে আমাদের জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করা যাবে না। সক্কেয় যা নিয়েছিল তার চারগুণ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল, আর তাই তার জীবনে এসেছিল স্বাধীনতা। আর অননিয় ও সাফীরা লোভে পড়ে অর্থ গোপন করে নিজেদের জীবনে ধ্বংস ডেকে এনেছিল। স্বাধীনতা আসে মানুষের মুক্তির জন্য। ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা আসে ব্যক্তির হৃদয়ের শুদ্ধতা ও ত্যাগ থেকে। অননিয় ও সাফীরা নিজেদের জীবনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেছে, আর সেজন্য তারা কিছু টাকা গোপন করেছিল, কিন্তু হযরত ঈসা আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে জানেন। আর তাই তো তিনি বলেছেন:

"'কি খাবে বলে বেঁচে থাকবার বিষয়ে কিংবা কি পরবে বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তা কোরো না। প্রাণটা কেবল

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নয়, আর শরীরটা কেবল কাপড়-চোপড়ের ব্যাপার নয়। 'আকাশের পাখীদের দিকে তাকিয়ে দেখ; তারা বীজ বোনে না, কাটেও না, গোলাঘরে জমাও করে না, আর তবুও তোমাদের বেহেশতী পিতা তাদের খাইয়ে থাকেন। তোমরা কি তাদের থেকে আরও মূল্যবান নও? তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের আয়ু এক ঘন্টা বাড়াতে পারে? 'কাপড়-চোপড়ের জন্য কেন চিন্তা কর? মাঠের ফুলগুলোর কথা ভেবে দেখ সেগুলো কেমন করে বেড়ে ওঠে। তারা পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটে না। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বাদশাহ্ সোলায়মান এত জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও এগুলোর একটারও মত তিনি নিজেকে সাজাতে পারেন নি। মাঠের যে ঘাস আজ আছে আর কাল চুলায় ফেলে দেওয়া হবে, তা যখন আল্লাহ্ এইভাবে সাজান তখন ওহে অল্প বিশ্বাসীরা, তিনি যে তোমাদের নিশ্চয়ই সাজাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এইজন্য 'কি খাব' বা 'কি পরব' বলে চিন্তা কোরো না। অ-ইহুদীরাই এই সব বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়; তা ছাড়া তোমাদের বেহেশতী পিতা তো জানেন যে, এই সব জিনিস তোমাদের দরকার আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে আল্লাহ্র রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও। তাহলে ঐ সব জিনিসও তোমরা পাবে'" (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৬:২৫-৩৩ আয়াত)।

হযরত ঈসা জানেন আমাদের জীবনে অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে। কিন্তু তারপরেও তিনি বলেছেন মানুষকে প্রথমে তাঁর বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। তবেই মানুষের জীবনে আসবে সব বন্ধন থেকে মুক্তি।

আজ আমাদের দেশ স্বাধীন, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে আমরা কি স্বাধীন বা মুক্ত? আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন রূহের মুক্তি। আর রূহের মুক্তির জন্য একজনই আমাদের সাহায্য করেছেন। আর সেই তিনিই হলেন হযরত ঈসা। তিনি ক্রুশে আমার আপনার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে নিজে প্রাণ দিলেন। তাঁর উপরে ঈমান আনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনে আসে সমস্ত গুনাহ্, লোভ সহ সকল খারাপী থেকে স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ! অগণিত মানুষের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া একটি দেশ। আর যেকোন মানুষের ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা মিলবে হযরত ঈসা ক্রুশের উপর যে রক্ত দান করেছেন, সেই রক্তের মধ্য দিয়ে। আপনি তাঁর উপর ঈমান এনে জীবনের স্বাধীনতাকে গ্রহণ করুন।

এই বিষয়ে আপনি যদি আরও কিছু জানতে চান তাহলে দয়া করে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

বি বি এস
পোঃ বক্স নং ৩৬০, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণে: মিম অফসেট প্রিন্টার্স, ঢাকা
ISBN - 9789841705947